সংবাদ

তারিখ 28 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

হাটহাজারী পার্বতী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

হঠাৎ এসএসসি পরীক্ষার্থীকে টিসি শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত ছাত্রের

প্রতিনিধি, হাটহাজারী (চট্টগ্রাম)

হাটহাজারী পৌরসভা সদরে অবস্থিত হাটহাজারী পার্বতী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর এক ছাত্রকে বিনা অপরাধে ছাড়পত্র (টিসি) প্রদানের নামে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে তানিম আহমেদ সাকিব নামে মেধাবী ঐ ছাত্রের শিক্ষা জীবন হুমকির মুখে পড়েছে। স্কুল থেকে বহিষ্কৃত তানিম ক্লাসে যোগ দিতে না পেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে বলে জানা গেছে। নিয়ম অনুযায়ী দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে টিসি দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডের অনুমতির প্রয়োজন হলেও তানিমের ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডের অনুমতি ছাড়াই অবৈধভাবে তাকে টিসি দেয়া হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। বহিষ্কৃত ছাত্র তানিম আহমেদ সাকিব এর মা শাহিন আকতার জানান, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন তার ছেলে তানিমকে নিজ কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে তাকে বলেন, তোকে আর এই স্কুলে রাখবো না। তোর মার কারণে তুই, আর স্কুলে পড়ালেখা করতে পারবিনা। তুই কাল থেকে আর স্কুলে আসবি না। এ সময় প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন তানিমের কাছ থেকে একটা আবেদন পত্র লিখিয়ে নিয়ে তার হাতে ছাড়পত্র (টিসি) ধরিয়ে দেন। হঠাৎ করে বিদ্যালয় হতে টিসি পেয়ে তানিম কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরে। এর পর থেকেই সে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এ ব্যাপারে তানিমের মা শাহিন আকতার বাদী হয়ে হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবরে একটি অভিযোগ দাখিল করেন। হাটহাজারী পার্বতী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন জানান, তানিমকে বহিষ্কার করা হয়নি। তার আবেদনের প্রেক্ষিতেই বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। ছাড়পত্রের জন্য বোর্ডের অনুমতির প্রয়োজন আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, কোন ছাত্র চাইলে আমরা ছাড়পত্র দিতেই পারি। এতে বোর্ডের অনুমতির প্রয়োজন নেই। তবে ছাড়পত্রে অভিভাবকের ইচ্ছানুযায়ী ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে উল্লেখ করা হলেও তানিমের আবেদন পত্রে বা অন্য কোথাও অভিভাবকের পক্ষ থেকে কোন আবেদন বা সুপারিশের প্রমান তিনি দিতে পারেননি। হাটহাজারী পার্বতী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুল আলম জানান, বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। একজন ছাত্রকে এভাবে টিসি দেয়ার বিষয়টা দুঃখজনক। এই বিষয় নিয়ে কমিটির সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আফসানা বিলকিস জানান, আমি অভিযোগ পেয়ে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করেছি। উনার তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমান হয়েছে ছাড়পত্রের জন্য ছাত্রের পক্ষ থেকে যথাযথ ভাবে আবেদন করা হয়নি এবং শিক্ষা বোর্ডের অনুমতি ছাড়া ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টাও বিধিবহির্ভূত। তিনি বিষয়টি আরো সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান।